সমকাল

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বহিষ্কার ও শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা নেবেন না শিক্ষকরা

■ বাকৃবি সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা সাদ ইবনে মমতাজের হত্যাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার ও শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস পরীক্ষা নেবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা। তারা আরও বলেন,

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

বহিষ্কার ও শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই, খুনিদের নিয়ে আমরা ক্লাস পরীক্ষা নেব না। সোমবার ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক ভাস্কর্য বিজয় '৭১-এর পাদদেশে গণজমায়েতে এসব কথা বলেন শিক্ষকরা। এদিকে হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সপ্তম দিনের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তাল ছিল বাকৃবি ক্যাম্পাস। সকাল থেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে ক্যাম্পাসে দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী, ক্লাস প্রতিনিধি ও আশরাফুল হক হল ছাত্রলীগের গত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ ইবনে মমতাজ হত্যাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার ও ফাঁসিসহ চার দফা দাবিতে গত ছয় দিন আন্দোলন করে আসছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বুধবার শিক্ষক সমিতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে। পরে শনিবার শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির আশ্বাস দেন। এদিকে সোমবারও আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উত্তাল ক্যাম্পাস।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো থেকে সকালে মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তারা ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক ভাস্কর্য বিজয় '৭১-এর পাদদেশে গণজমায়েত ও বিক্ষোভ করেন। এ সময় শিক্ষক সমিতির নেতাকর্মী, আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের নেতাকর্মী, বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সোনালি দলের নেতাকর্মীসহ অন্যান্য শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবু হাদী নুর আলী খান বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। খুনিদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার ও উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ক্লাস পরীক্ষা নেব না। মঙ্গলবার পর্যন্ত উপাচার্য সময় নিয়েছেন। এর মধ্যে দোষীদের শাস্তি না দিলে বুধবার শিক্ষক সমিতির সভা করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এরপর শিক্ষার্থীরা আবার বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ফের বিজয় '৭১-এর সামনে এসে শেষ হয়।

তদন্ত কমিটির প্রতি অনাস্থা : সাদ ইবনে মমতাজের হত্যার ঘটনায় গঠিত ছয় সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকরা। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তদন্ত কমিটির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেন ওই অনুষদের শিক্ষকরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইদ্রিস মিয়া।

সাদ হত্যার বিচারের দাবিতে তারা কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তগুলো হলো- হত্যাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপ্রত্যাহারযোগ্য আজীবনের জন্য বহিষ্কার ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অনুষদের সকল ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত রেখে আন্দোলন চলবে, ব্যর্থতার ভার কাঁধে নিয়ে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আশরাফুল হক হলের (সাদ ওই হলে থাকতেন) প্রভোস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার অনতিবিলম্বে পদত্যাগ, ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের নিরাপত্তা জোরদার।

তদন্ত কমিটির ওপর অনাস্থা জ্ঞাপনের বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান ও মাৎস্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মো. মহসীন আলী বলেন, আমার কিছু বলার নেই। অনাস্থা জ্ঞাপন করেলে আমি তো বেঁচে গেছি।

গভীর রাতে হলে হলে পুলিশি তল্লাশি

এদিকে সাদ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত সুজয় ও রোকনের নিজেদের নামসহ দেওয়া জবানবন্দির ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে নিহত সাদের হল আশরাফুল হক হল ও শহীদ নাজমুল আহসান হলে হলে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। তবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।